12 5 OCT 2017

যুগান্তর

শতবর্ষী ১৬ কলেজকে মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের উদ্যোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের শতবর্ষী ১৬ কলেজকে উচ্চশিক্ষার 'মডেল প্রতিষ্ঠানে' পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এসব কলেজের ভবন সংস্কার, শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠদান নিশ্চিত, গবেষণার ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ গবেষণাগার ও লাইব্রেরি গঠন, স্থায়ী শিক্ষক পদায়ন, আলাদা পরীক্ষার হল নির্মাণ, শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের আবাসনসহ বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে ১৬টি টিম কলেজগুলোর সমস্যা ও চাহিদা তৈরির কাজ শুরু করেছে। এরপর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন যুগান্তরকে বলেন, দেশের মোট উচ্চশিক্ষার ৬০ শতাংশ পরিচালিত হচ্ছে কলেজের মাধ্যমে। আবার কলেজ পর্যায়ে দেয়া উচ্চশিক্ষার ৭৫ শতাংশ এই ১৬টি কলেজের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। সে কারণে এসব কলেজকে এগিয়ে নেয়া মানেই উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নেয়া। তাছাড়া শতবর্ষী কলেজ হওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সমস্যা ও চাহিদা তৈরি হয়েছে। সেগুলোর দিকেও মনোযোগ দেয়া দরকার। সব মিলিয়ে এই ১৬ কলেজের প্রতি বাড়তি মনোযোগের চিন্তাভাবনা চলছে। এ লক্ষ্যে ১৬টি কমিটি প্রতিবেদন তৈরি করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকার উচ্চশিক্ষার ১৩ বছর মেয়াদি নতুন কৌশলপত্র তৈরি করছে। তাতে দেশের ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পরিকল্পনা আছে। যে হিসেবে ১৬ কলেজ 'সেন্টার অব এক্সিলেন্সে' পরিণত করার এ চিন্তাভাবনা উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্রের কাজ অনেকটাই সহজ করবে।

শতবর্ষী ১৬ প্রতিষ্ঠানের একটি ঢাকা কলেজ। এটি ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্র আছে। ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত কবি নজরুল সরকারি কলেজে শিক্ষার্থী ২৫ হাজার। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে— ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ (১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত), কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯), চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসীন কলেজ (১৮৭৪), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৯৮), নড়াইল সরকারি কলেজ (১৮৮৬), খুলনার বিএল কলেজ (১৯০২), সরকারি পিসি কলেজ (১৯১৮), বরিশালের বিএম কলেজ (১৮৮৯), সিলেটের এমসি কলেজ (১৮৯২), রংপুরের কারমাইকেল কলেজ (১৯১৬), আনন্দমোহন কলেজ (১৯০৮)। এসব কলেজে তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী আছে।

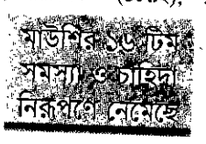

জানা গেছে, শতবর্ষী কলেজের নানা সমস্যা নিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর মাউশিতে একটি বৈঠক হয়। এতে অধ্যক্ষরা নানা সমস্যার পাশাপাশি সমাধানের প্রস্তাব দেন। অধ্যক্ষদের প্রস্তাবে উঠে আসা দিকগুলো হচ্ছে— আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুউচ্চ ভবন নির্মাণ, পুরনো ভবন সংস্কার, মেডিকেল সেন্টার স্থাপন, আধুনিক ও মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ তৈরি, ক্যাম্পাসে ওয়াইফাই সুবিধা নিশ্চিত, বিদ্যমান হোস্টেলগুলোর সংস্কার, প্রয়োজনে নতুন হোস্টেল নির্মাণ, হল-হোস্টেলে খাবারের মান উন্নত করা, বহুতল একাডেমিক ভবন কাম পরীক্ষার হল, ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুটি করে হোস্টেল নির্মাণ, একটি উন্নত মানের গ্যারেজ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য একটি ডরমেটরি, ক্যাম্পাসকে সিসিটিভির আওতাভুক্ত করা, অটোমেশন লাইব্রেরি, আঞ্চলিক ঐতিহ্য রক্ষায় 'সঙ্গীত' বিভাগ চালু, উন্মুক্ত গবেষণা ইন্সটিটিউট, মুজিবনগর কর্নার স্থাপন, গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা, জার্নাল সংরক্ষণ, অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ, জিমনেশিয়াম স্থাপন ইত্যাদি।